222

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05 APR 1998 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১ ...

শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি

কোন দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো হয় তখনই, যখন সে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। আর একদেশদর্শীভাবে অর্থাৎ কোন একটি মাত্র বিষয়ে উন্নতি করে কোন দেশ সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না এবং একতরফা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নও হয় না। যে দেশের মানুষের জীবনাচার বা সংস্কৃতি যে রকম তার ভিত্তিতে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটলে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনা জাগ্রত হলে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কিত ধারণা জন্মালে মানুষের মধ্যে এক ধরনের চাহিদা তৈরি হয়; সেই চাহিদাই তাদের জীবনযাত্রার উন্নতমানে পৌঁছে দেয়। এ জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায় থেকে শিক্ষা বিস্তারের, তেমনি প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার। এজন্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নে বিশ্বের যে সব দেশ সাফল্য অর্জন করছে সে সব দেশ অর্থনৈতিক সাফল্যও অর্জন করেছে অত্যন্ত সহজেই। তারাই এখন স্বপ্ন দেখছে আসন্ন আগামী শতাব্দীতে তারা আরও শক্ত-সামর্থ্য হয়ে উঠবে। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশেও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রসঙ্গটি বেশ ব্যাপকভাবেই আলোচিত হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশতম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশকে শক্তিশালী করে তুলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা ব্যাপকভিত্তিক করতে হবে।

উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, স্বনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ী জাতি হিসাবে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের নবীন বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেন, ব্যাপক জনগণকে বিজ্ঞানমনস্ক করা না গেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণ থেকে আমরা উপকৃত হতে পারব না।

রাষ্ট্রপতি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, প্রবল প্রতিযোগিতার এই বিশ্বে আমাদের জাতীয় অগ্রগতির ধারাকে ত্বরান্বিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বাস্তব চাহিদা, অবস্থা ও সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে তুলতে হবে বিজ্ঞান প্রযুক্তি অবকাঠামো। রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন।

বস্তুত আমাদের দেশে এই উদ্যোগের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নই হোক কিংবা শ্রমসাধ্য বা মেধার পরিচয় দেয়ার মতো কাজই হোক, বিদেশে গিয়ে আমাদের দেশের মানুষেরা, বিশেষ করে উদ্যমী তরুণরা তাদের যোগ্যতার পরিচয় রাখছে। কিছু দেশে অনুকূল পরিস্থিতি না থাকায় এবং মেধার বিকাশের পৃষ্ঠপোষণ না করায় এখানে বিজ্ঞান গবেষণা যেমন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি প্রযুক্তি উন্নয়নও থেমে আছে। আমাদের অনেক প্রয়োজন আছে; শিল্প, কৃষি অবকাঠামো বিনির্মাণ সব কিছুতেই আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োজন রয়েছে। এ দেশের তরুণ বিজ্ঞান পড়ুয়া কিংবা কিছু কিছু বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি নিজস্ব চেষ্টায় গবেষণা করছেন। সাফল্যও পাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের সে সাফল্যকে কাজে লাগানো হচ্ছে না।

অনেক ক্ষেত্রে যেমন কম্পিউটার ও সফটওয়্যার এমনকি হার্ডওয়্যার গবেষণাতেও এ দেশের ছাত্র ও গবেষকরা অচিন্তনীয় সাফল্যের পরিচয় রেখেছে, তার পরেও সরকারী বা বেসরকারী পৃষ্ঠপোষণ তেমন নেই। সরকারী পর্যায়ে বিজ্ঞান প্রযুক্তি গবেষণার বিষয়টিকে ব্যয়বহুল মনে করা হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে সে রকম ব্যয়বহুল নয় বিষয়টি। উপরন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে খাদ্য, সৌরশক্তি এবং চাহিদা এমন বিভিন্ন খাতে বিশেষ গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। এখন থেকে এদিকে নজর দিলে অদূর ভবিষ্যতে সাফল্য এসে ধরা দেবেই এবং জনগণের জীবনমানও উন্নত হবে।

জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং সহজ জীবনের জন্য সর্বজনীন শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট '৯৬ প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেও মানব সম্পদ উন্নয়নে এবং শিক্ষাকে সর্বজনীন ও প্রযুক্তিনির্ভর করার ক্ষেত্রে বিঘ্নের সম্মুখীন। এ অবস্থা থেকে আশু মুক্তি প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে দেশের সার্বিক সমৃদ্ধি ও মানুষকে আগামী শতাব্দীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য সর্বজনীন শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যাপক চর্চা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া এখনই জরুরী।